অফপ্রিন্ট

সমাজ নিরীক্ষণ

নং-১১৬, জানুয়ারি-মার্চ ২০১১

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

খুরশিদ আলম*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে যা অবিভক্ত ভারত থেকেই শুরু হয়েছে[১]। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর পানি প্রবাহের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, শত শত বছর পানি প্রবাহের পর আজ পলি জমা পড়ে এই নদীগুলি পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, ঠিক তেমনি যদিও অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের সংগঠিত করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে তথাপি শ্রমিকরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ধীরে ধীরে তাঁদের আগ্রহ বা উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছে। তারা মনে করেন যে, পরিবর্তিত বৈশ্বিক অবস্থা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে আজ অন্তরায়। ফলে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে পুরাতন চেতনা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা মনে করেন যে, বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল।

আবার অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিপক্ষেও জোরালো মত গড়ে উঠেছে[২]। যেমন, মালিকসহ ব্যবস্থাপক শ্রেণীর অনেকে মনে করেন যে, ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে কর্মস্থলের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা মনে করেন যে, ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার চেয়ে বরং সংগঠিত হয়ে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা, চাঁদাবাজি, কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা এবং সমান্তরাল প্রশাসন চালু করা প্রভৃতি ঘটে থাকে। এলজিইডিসহ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে এখনো কোনো শ্রমিক ইউনিয়ন করা হয় নি। মালিকরা যদি আইনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার দেয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়নের দরকার হয় না, আর যদি ট্রেড ইউনিয়ন করে অধিকার আদায় করতে হয়, তাহলে আইনের প্রয়োগের সীমবদ্ধতা থেকেই যায়। ইউনিয়নকে রক্ষা করতে আইন লাগে, আবার আইনকে প্রয়োগ করতে ইউনিয়ন লাগে- কোনো দেশে যদি এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তাহলে বলা যায় যে সে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন দ্বৈত

* বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর), ঢাকা

টানাপোড়নের মধ্য দিয়েই এক কঠোর সংকট অতিক্রম করে চলেছে। বস্তুত আইন করেও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্টা করা সম্ভব নয়, আইন ছাড়াও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই আইন প্রণয়নের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকারও প্রয়োজন হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত বিষয় বা সমস্যাগুলিকে তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথভাবে দেখা হয়নি[৩]। বরং এসব বিষয়গুলি শ্রমিক এবং তাঁদের নেতাদের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে যা সত্যিকার অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। প্রকৃতপক্ষে এসব সমস্যা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহপ্রদানকারী বা উদ্যোক্তাদের নৈতিক মনোবল, উদ্দীপনা ও আগ্রহ নষ্ট করে দিচ্ছে যা তাদের মনোবল নষ্টসহ পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা, দলাদলি ইত্যাদির জন্ম দিচ্ছে। এইসব সামাজিক সীমাবদ্ধতা প্রায়শ সামাজিক সংঘাত ও অবাঞ্চিত আলোচনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা থেকে তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের পরিবর্তে একে অপরকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁরা এসব অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করেন নি যা তাদের অগ্রযাত্রাকে আরো ব্যাহত করছে।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে এটা বলা যায় যে, শ্রমিক এবং তাঁদের নেতারা এক ধরনের অর্জনহীনতা অনুভব করেন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, তাঁদের প্রচেষ্টা অনেকাংশেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলনা বরং ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। তাই নানাবিধ হতাশার কারণে নেতারা তাঁদের দীর্ঘদিনের এ প্রচেষ্টাকে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে ঝুঁকি নেয়াটা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব হবে। তাই এসব হতাশাজনক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রকৃত বাধা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করার এটি একটি উপযুক্ত সময়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

ক. উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়নের যেসব তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে তার পর্যালোচনা করা

খ. কল্যাণমূলক ব্যয়ের সাথে ইউনিয়ন গঠনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা দেখা

গ. শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যপদ গৃহিত হওয়ার সাথে সাথে সরকারী খাতে কর্মে নিয়োগ কমে কিনা তা নির্ধারণ করা

ঘ. বেশি বেশি বেকারত্বের সাথে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকর ব্যয়ের পরিমাণ কমে কিনা

ঙ. মূল্যস্ফীতি বাড়লে শ্রমিক ইউনিয়নে সদস্যপদ নেয়ার আগ্রহ বাড়ে কিনা

চ. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি কাজ করে আর কোনটি করে না তা দেখা

ছ. কোন কোন সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা বেশি তা নির্ণয় করা

জ. বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নারীপুরষের অংশগ্রহণ কেমন রয়েছে এবং কিভাবে সেখানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো যায় তা উদ্ভাবন করা

ঝ. বর্তমানে মালিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ধারণা কি এবং কিভাবে তাদেরকে আরো এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা যায়

ঞ. বাংলাদেশে শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য কি কৌশল নেয়া যেতে পারে এবং

ট. ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা কতটুকু রয়েছে?

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে সুগভীর তাত্ত্বিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কার্যকরী উপায় ও পদ্ধতির অন্বেষণে এই গবেষণায় ফোকাস দল আলোচনা, দলীয় মতামত ও মূল্যায়ন এবং জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এ পর্যন্ত যত তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত ধারণার উদ্ভব হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাত্ত্বিক পর্যালোচনার সময় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক প্রকাশনাসমূহ যেমন, বই, জার্নাল ও পাক্ষিক পত্রিকাসমূহও যাচাই করা হয়েছে। বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে এ পর্যন্ত যে সকল কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তা নথিবদ্ধ করতে এবং তাদের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ তুলে ধরতে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে ফোকাস দল আলোচনা ও দলীয় মতামতমূলক পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এতে মহিলা ও পুরুষ উভয় প্রকারের সদস্যদের সাথে মোট ৪টি এফজিডি এবং ৫টি দলীয় মতামত সংগ্রহের আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১০টি সেক্টর থেকে সর্বমোট ২৫০ জন পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫০ জন মালিক এবং ১০০ জন শ্রমিক নেতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। নিম্নের সারণী-১ এ তা দেখানো হল ঃ

সারণী-১ ঃ নমুনায় অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক, মালিক এবং শ্রমিক নেতা

ক্রঃ নং	সেক্টরের নাম	ঢাকা				চট্টগ্রাম				মোট			
		নারী	পু	মালিক	শ্রমিক নেতা	নারী	পু	মালিক	শ্রমিক নেতা	নারী	পু	মালিক	শ্রমিক নেতা
০১	গার্মেন্টস	১০	৯	৫	৯	৪	৩	৩	৩	১৪	১২	৮	১২
০২	টেক্সটাইল	৯	১১	৫	৮	৩	৪	৩	৩	১১	১৫	৮	১১
০৩	নির্মাণ	৭	১২	৫	৭	৩	৪	১	৩	১০	১৬	৬	১০
০৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৫	১২	৪	৭	৩	৩	১	৩	৮	১৫	৫	১০
০৫	ট্যানারী	৫	১২	৩	৮	০	৫	১	২	৫	১৭	৪	১০
০৬	রিকসা/ সিএনজি	০	২০	৩	৮	০	৭	১	২	০	২৭	৪	১০
০৭	মেটাল, লেদ, ওয়েল্ডি	০	২০	৩	১০	০	৬	১	৪	০	২৬	৪	১৪
০৮	লোডিং/ আনলোডিং	৮	১০	৪	৭	৩	৪	১	২	১১	১৪	৫	৯
০৯	গৃহস্থালী	১৫	৩	২	৭	৪	৩	০	১	১৯	৬	২	৮
১০	প্লাষ্টিক	৫	১৫	৩	৪	১	৩	১	২	৬	১৮	৪	৬
	মোট	৬৩	১২৪	৩৭	৭৫	২১	৪২	১৩	২৫	৮৪	১৬৬	৫০	১০০
	%	৭৫	৭৫	৭৪	৭৫	২৫	২৫	২৬	২৫	১০০	১০০	১০০	১০০

পু- পুরুষ;

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমিক, মালিক এবং শ্রমিক নেতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সুবিধাজনক পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে দেশের দুটি বৃহৎ শহর ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে।

মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা দিয়ে জরিপের আগে পূর্ব-পরীক্ষা চালানো হয়। এতে ১১ জন পুরুষ শ্রমিক, ৪ জন মহিলা শ্রমিক, ৩ জন মালিক এবং ৩ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার উপর এই পূর্ব পরীক্ষণ চালানো হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণে এসপিএসএস ব্যবহার করা হয়েছিল। তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে গবেষণার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল মোট সাড়ে তিন মাস ধরে (মার্চ ১ থেকে জুন ১৫, ২০০৪)। তবে যেহেতু বিগত দুবছর (২০০৭ -২০০৮) দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজ করেছে এবং এর আগের দুবছরেও

তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি, তাই বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখনো প্রযোজ্য বলে দাবী করা যায়।

৪. গবেষণার ফলাফল

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, কিছু সেক্টরের শ্রমিকেরা অন্য কিছু সেক্টরের শ্রমিকদের থেকে বেশি শিক্ষিত, কারণ বাংলাদেশে অনেক সেক্টরে কাজ করতে তেমন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায় যে, নির্মাণ খাত, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, লোডিং এবং আনলোডিং, গৃহকর্মী, এবং প্লাস্টিক খাতে নিরক্ষররা বেশি কাজ করে। অন্য দিকে দেখা যায় যে, টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, এবং মেটাললেদ মেশিন সেক্টরে শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষিত শ্রমিক কাজ করে। গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরে লেখাপড়ার বেশি প্রয়োজন হয়, কারণ এসব সেক্টরে মালিক অনেক সময় লিখিতভাবে কিছু উৎপাদন চাহিদা প্রদান করে থাকেন।

সারণী নং-২ ঃ শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক্র. নং	সেক্টরের নাম	নিরক্ষর		অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন		প্রাথমিক		মাধ্যমিক		উচ্চ মাধ্যমিক		ডিগ্রি এবং তদুর্ধ		মোট		
		ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	মোট
১	গার্মেন্টস	০	০	৭	২	৫	৬	২	২	০	২	০	০	১৪	১২	২৬
২	টেক্সটাইল	০	০	৬	২	৪	৬	১	৪	০	২	০	১	১১	১৫	২৬
৩	নির্মাণ	৯	০	১	৬	০	৮	০	২	০	০	০	০	১০	১৬	২৬
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৭	২	১	৭	০	৬	০	০	০	০	০	০	৮	১৫	২৩
৫	ট্যানারী	১	০	০	৪	৪	৭	০	৫	০	০	০	১	৫	১৭	২২
৬	রিকসা/ সিএনজি	০	৬	০	৭	০	৯	০	৪	০	১	০	০	০	২৭	২৭
৭	মেটাল লেদ	০	০	০	৮	০	১১	০	৬	০	১	০	০	০	২৬	২৬
৮	লোডিং/ আনলডিং	৭	৫	২	৬	২	১	০	০	০	২	০	০	১১	১৪	২৫
৯	গৃহস্থালী	১২	১	৬	১	১	৩	০	০	০	১	০	০	১৯	৬	২৫
১০	প্লাষ্টিক	৩	০	১	৫	১	৫	১	৮	০	০	০	০	৬	১৮	২৪
১১	মোট	৩৯	১৪	২৪	৪৮	১৭	৬২	৪	৩১	০	৯	০	২	৮৪	১৬৬	২৫০
	%	৪৬	৮	২৯	২৯	২০	৩৭	৫	১৯	০	৫	০	১	১০০	১০০	১০০

নোট: ম=মহিলা; পু=পুরুষ।

সারণী-৩ এ প্রদত্ত তথ্যে শ্রমিকদের বর্তমান পেশায় নিয়োজিত থাকার মোট সময় প্রদান করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ৪২.৪ শতাংশ শ্রমিক পাঁচ বছরের নীচে, ৩০.০ শতাংশ ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং বাকী শ্রমিকরা ১০ বছরের উপরে এ পেশায় নিয়োজিত আছেন।

সারণী নং-৩ ঃ শ্রমিকদের পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকার সময় (বছরে)

ক্র:নং	সেক্টরের নাম	<৫		৫-১০		>১০		মোট		
		ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	মোট
১	গার্মেন্টস	৮	৬	৪	৩	২	৩	১৪	১২	২৬
২	টেক্সটাইল	৬	৪	৩	২	২	৯	১১	১৫	২৬
৩	নির্মাণ	৪	৭	৪	৫	২	৪	১০	১৬	২৬
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	২	৬	২	২	৪	৭	৮	১৫	২৩
৫	ট্যানারী	৪	৪	০	৭	১	৬	৫	১৭	২২
৬	রিকসা/ সিএনজি	০	৬	০	১৩	০	৮	০	২৭	২৭
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	০	৯	০	৮	০	৯	০	২৬	২৬
৮	লোডিং/ আনলডিং	১০	৭	১	৫	০	২	১১	১৪	২৫
৯	গৃহস্থালী	৪	২	১০	৩	৫	১	১৯	৬	২৫
১০	প্লাষ্টিক	৫	১২	০	৫	১	১	৬	১৮	২৪
১১	মোট	৪৩	৬৩	২৪	৫৩	১৭	৫০	৮৪	১৬৬	২৫০

নোট: ম= মহিলা; পু= পুরুষ।

সারণী-৪ এ গবেষণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এমন শ্রমিকের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ৬৫.২ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানে যেখানে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ বা তার কম। কেবল ৯.৬ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে বড় প্রতিষ্ঠানে যেখানে ৫০০ বা তারও বেশী শ্রমিক কাজ করে। এতে এটি স্পষ্ট যে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে বেশী সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে। তবে প্রদত্ত তথ্যকে চূড়ান্ত বলা যাবে না এ কারণে যে, এটি কোনো জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত কোনো জরিপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়নি বা এ বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যানও চোখে পড়ে না। কেবল সরকারী খাতে কি পরিমাণ শ্রমিক আছে তার তথ্য পাওয়া গেলেও বেসরকারী খাতে কোন সেক্টরে কোন আকারের প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ শ্রমিক আছে সে ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

সারণী-৪ ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এমন শ্রমিক সংখ্যা

ক্রঃ নং	শ্রমিক সংখ্যা	গার্মেন্টস	টেক্সটাইল	নির্মাণ	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	টেনারী	রিকসা/ সিএনজি	মোটর লেদ ওয়েল্ডিং	লোডিং/ আনলোডিং	গৃহস্থালী	ড্রাইভ	মোট
১	<১০	৬	০	৫	১৩	১	৭	২০	৫	২৫	৯	৯১
২	১১-২০	০	০	৫	৯	০	৩	৫	৩	০	৩	২৮
৩	২১-৩০	০	০	৬	০	২	২	০	৫	০	২	১৭
৪	৩১-৫০	১	২	৬	০	৩	৭	০	৪	০	৪	২৭
৫	৫১-১০০	০	০	৩	১	৫	৬	০	৩	০	২	২০
৬	১০১-৫০০	৭	১৭	১	০	৮	২	১	৩	০	৪	৪৩
৭	৫০১-১০০০	১০	০	০	০	৩	০	০	২	০	০	১৫
৮	১০০০ উপরে	২	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	৯
৯	মোট	২৬	২৬	২৬	২৩	২২	২৭	২৬	২৫	২৫	২৪	২৫০

সারণী-৫ এ শ্রমিকদের চাকুরির ধরনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, স্থায়ী, অস্থায়ী এবং আত্মনিয়োজিত কর্মী রয়েছে এবং মহিলাদের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রেই বেশী। যেমন- ১৬ জন স্থায়ী শ্রমিকের মধ্যে ১২ জনই পুরুষ কেবল ৪ জন মহিলা। অন্যদিকে ১৬৪ জন অস্থায়ী শ্রমিকের মধ্যে ১২৪ জন পুরুষ ও ৪০ জন মহিলা আবার ৩০ জন আত্মনিয়োজিতদের মধ্যে সবাই পুরুষ। যদিও প্রতিষ্ঠান ভেদে কিছুটা তারতম্য লক্ষণীয়, তথাপিও প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষ প্রধান অনিস্বীকার্য। প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, কেবল ৬ শতাংশ কর্মচারী স্থায়ী, ৮২ শতাংশ অস্থায়ী এবং বাকীরা আত্মকর্মে নিয়োজিত। এ পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় যে, কর্মচারীদের সামাজিক কাঠামোগত স্বাধীনতা না থাকলে তাদের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নে আগ্রহী হওয়া কতটা সম্ভব। অপরদিকে মালিকরা যদি তাদেরকে অস্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত করে কাজ চালাতে পারেন সেখানে তারা তাদের স্থায়ী করবেন কেন? আবার শ্রমিকদের যদি কোনো সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োগ না থাকে তাহলে মালিকরা তাদেরকে স্থায়ী করতে যাবেন কেন? এভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়োজিত থাকার অবস্থা লক্ষণীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

সারণী-৫ ঃ শ্রমিকের চাকুরীর ধরন

ক্রঃ নং	সেক্টরের নাম	স্থায়ী চাকুরী		অস্থায়ী চাকুরী		স্বনির্ভর		মোট	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	০	১	১২	১৩	০	০	১২	১৪
২	টেক্সটাইল	৩	২	১২	৯	০	০	১৫	১১
৩	নির্মাণ	০	০	১৬	১০	০	০	১৬	১০
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০	০	১৫	৮	০	০	১৫	৮
৫	ট্যানারী	৪	০	১৩	৫	০	০	১৭	৫
৬	রিকসা/সিএনজি	০	০	২	০	২৫	০	২৭	০
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	৪	০	২২	০	০	০	২৬	০
৮	লোডিং/আনলডিং	০	১	৯	১০	৫	০	১৪	১১
৯	গৃহস্থালী	০	০	৬	৯	০	০	৬	৯
১০	প্লাষ্টিক	১	০	১৭	৬	০	০	১৮	৬
১১	মোট	১২	৪	১২৪	৪০	৩০	০	১৬৬	৮৪

সারণী-৬ এ অধিকার এবং ইউনিয়ন সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মোট ১৫৬ জন অধিকার সম্পর্কে সচেতন শ্রমিকের মধ্যে বেশীর ভাগই পুরুষ শ্রমিক। অন্যদিকে প্রায় একই চিত্র পাওয়া যায়, ইউনিয়ন সম্পর্কে সচেতনতার দিক থেকে। এতে দেখা যায় যে, ১১৭ জন সচেতন শ্রমিকের মধ্যে ৯৬ জনই পুরুষ। তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠান ভেদে সামান্য ভিন্নতা বাদ দিলে, অধিকার ও ইউনিয়ন সম্পর্কে সচেতনা পুরুষ শ্রমিকদেরই বেশী। এর অর্থ এই নয় যে, মহিলারা এ বিষয়ে আগ্রহী নয় বরং তাদের দ্বৈত ভূমিকা পালন করার কারণে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে এবং ইউনিয়নের কাজে সময় দেয়ার সুযোগ কম থাকে।

সারণী-৬ ঃ শ্রমিকদের অধিকার ও ইউনিয়ন সম্পর্কে সচেতনতা

ক্র:নং	সেক্টরের নাম	অধিকার সম্পর্কে সচেতন				ইউনিয়ন সম্পর্কে সচেতন			
		হ্যাঁ		না		হ্যাঁ		না	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	৯	১২	৩	২	৫	৩	৭	১১
২	টেক্সটাইল	১০	৭	৫	৪	১০	৪	৫	৭
৩	নির্মাণ	১২	৭	৪	৩	১১	১	০	৯
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৫	২	১০	৬	৯	২	৬	৬
৫	ট্যানারী	১৩	৫	৪	০	১৫	২	২	৩
৬	রিকসা/সিএনজি	১৫	০	১২	০	১৬	০	১১	০
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	১৭	০	৯	০	১২	০	১৪	০
৮	লোডিং/আনলডিং	১০	৮	৪	৩	৭	৩	৭	৮
৯	গৃহস্থালী	১	৭	৫	১২	০	৪	৬	১৫
১০	প্লাষ্টিক	১৪	২	৪	৪	১১	২	৭	৪
	মোট	১০৬	৫০	৬০	৩৪	৯৬	২১	৭০	৬৩

সারণী-৭ এ প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের উপস্থিতি এবং শ্রমিকদের ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে লক্ষ্য করা যায়। এতে দেখা যায় কেবল ২৫ জন (১০ শতাংশ) শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের উপস্থিতি কথা বলেন যার মধ্যে ১৭ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা শ্রমিক। আবার দেখা যায় যে, যদিও খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন আছে বলে বলা হয়। তবে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ইউনিয়নের ডাকে তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রমিক সাড়া দেয়। সুতরাং ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য হওয়ার চেয়ে আন্দোলনমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি। একই সারণীতে ইউনিয়নের সদস্যপদ সম্পর্কে জানা যায়। এতে দেখা যায় যে, ৩৬ জন শ্রমিক বা ১৪ শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য যার মধ্যে মহিলারা হল ১০ শতাংশ এবং পুরুষরা ১৭ শতাংশ। এখানে দেখা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে মহিলারা বেশি বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হলেও কার্যত তারা ইউনিয়নের সদস্য পুরুষদের চেয়ে কম।

সারণী-৭ ঃ নিজ প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের উপস্থিতি এবং ইউনিয়নে সদস্যপদ

ক্রঃ নং	সেক্টরের নাম	প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের উপস্থিতি				ইউনিয়নের সদস্য কিনা			
		হ্যাঁ		না		হ্যাঁ		না	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	০	১	১১	১২	২	২	১০	১২
২	টেক্সটাইল	২	২	১৩	৯	৩	২	১২	৯
৩	নির্মাণ	৪	০	১২	১০	৪	০	১২	১০
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১	১	১৪	৭	৪	১	১১	৭
৫	ট্যানারী	১	১	১৬	৪	৩	১	১৪	৪
৬	রিকসা/সিএনজি	৫	০	২২	০	৫	০	২২	০
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	০	০	২৬	০	৩	০	২৩	০
৮	লোডিং/আনলডিং	৩	২	১১	৯	২	০	১২	১১
৯	গৃহস্থালী	০	০	৯	১৯	০	২	৬	১৭
১০	প্লাস্টিক	১	১	১৭	৫	২	০	১৬	৬
	মোট	১৭	৮	১৪৮	৭৫	২৮	৮	১৩৮	৭৬

সারণী-৮ এ ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে কি না তার চিত্র পাওয়া যায়। সাধারণত বলা হয় যে, নেতারা শ্রমিকদের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজ করেন বেশি। কিন্তু প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, কেবল ১৮ শতাংশ মহিলা এবং পুরুষ বলেছেন যে, নেতারা তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করেন। প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ৮২ শতাংশ মহিলা এবং ৭১ শতাংশ পুরুষ মনে করেন যে, ইউনিয়ন শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করেন। তবে এখানে এ কথা স্মরণ করা দরকার যে, কেবল ২৫০ জনের মধ্যে ৩৯ জন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। তাই অন্যরা এ বিষয়ে কোনো মতামত দেননি। তবে যাঁরা ইউনিয়নের সদস্য তারা ইউনিয়ন নেতাদের সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত দেননি। প্রশ্ন আসতে পারে ঃ যারা ইউনিয়নের সদস্য তাদের নেতিবাচক মতামত দেয়ার কারণ বা সুযোগ কতটা রয়েছে? যদি না থাকে তাহলে তাদের এ মতামত কতটুকু গ্রহণযোগ্য। যেহেতু বর্তমান গবেষণার সাথে কোন ইউনিয়ন বা কোন নেতা জড়িত ছিলেন না এবং যেহেতু তারা ইউনিয়নের সদস্য। সুতরাং তাঁদের মতামত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, কেননা ইউনিয়ন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই তারা কেবল তাদের ধারণা প্রকাশ করতে পারেন যা সত্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

সারণী-৮ ঃ ইউনিয়ন শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে কি না

ক্রঃ নং	সেক্টরের নাম	নেতার স্বার্থে		শ্রমিকের স্বার্থে		রাজনৈতিক স্বার্থে		বহুবিধ স্বার্থে		অন্যান্য	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	১	০	১	২	০	০	০	০	০	০
২	টেক্সটাইল	০	০	১	২	০	০	০	০	২	০
৩	নির্মাণ	০	০	৩	০	০	০	০	০	১	০
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০	০	৪	২	০	০	০	০	০	১
৫	ট্যানারী	০	১	২	১	০	০	১	০	১	০
৬	রিকসা/সিএনজি	৩	০	৪	০	০	০	০	০	০	০
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	০	০	৩	০	০	০	০	০	০	০
৮	লোডিং/আনলডিং	১	০	১	০	০	০	১	০	০	০
৯	গৃহস্থালী	০	১	০	২	০	০	০	০	০	০
১০	প্লাষ্টিক	০	০	১	০	১	০	০	০	০	০
	মোট	৫	২	২০	৯	১	০	২	০	৪	১

সারণী-৯ এ শ্রমিকদের ইউনিয়নের সদস্য হবার পূর্ব প্রচেষ্টা এবং পূর্বে কোন ইউনিয়নে সদস্য হয়েছিল কি না এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী তুলো ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, মহিলাদের সদস্য হবার প্রচেষ্টা পুরুষদের চেয়ে বেশী। শ্রমিকদের মধ্যে ৮ শতাংশ পুরুষের তুলনায় ৩২ শতাংশ মহিলা এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। অন্যরা ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেননি। এটি আপাত বিরোধী সত্য মনে হতে পারে এ কারণে যে, মহিলারা পুরুষের চার গুণ বেশি সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটি হয়তো এ কারণে হয়েছে যে, মহিলারা সমবায়সহ বিভিন্ন সেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেছেন বা তাদেরকে সে সব প্রতিষ্ঠান বা এনজিও থেকে সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কারণ যাই হউক না কেন, কেউ না কেউ তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন। যদি অন্যরা তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন তাহলে ইউনিয়ন নেতারা তাদেরকে সংগঠিত করতে সমস্যা কোথায়? বলা যায় যে, এ সব মহিলা শ্রমিকদের ইউনিয়নের পক্ষে সংগঠিত করা সম্ভব। বর্তমানে যেখানে কেবল ১০ শতাংশ মহিলা ইউনিয়নের সদস্য সেখানে তিন ভাগের এক ভাগ মহিলাকে ইউনিয়নে নিয়ে আসা সম্ভব। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ইউনিয়নের সদস্য হতে বাধা কম বলে বলা হয়, তাহলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ পুরুষ শ্রমিককে সহজেই ইউনিয়নভুক্ত করা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে সারণী ৯ তে দেখা যায় যে, পূর্বে ২৩ শতাংশ মহিলা কোনো না কোনো ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। এটি যাচাই করা বেশ কঠিন ছিল, কারণ এদের সকলে হয়তো ইউনিয়নের সদস্য না হয়ে কোন এনজিওএর সদস্য থাকতে পারে।

সারণী-৯ ঃ শ্রমিকদের অতীতে ইউনিয়নের সদস্য হবার প্রচেষ্টা ও সদস্যভুক্তি

ক্রঃ নং	সেক্টরের নাম	ইউনিয়নে সদস্য হবার প্রচেষ্টা				ইউনিয়নে সদস্য ছিল কি না			
		হ্যাঁ		না		হ্যাঁ		না	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	০	২	১২	৮	০	০	০	২
২	টেক্সটাইল	৩	৬	৭	৬	০	৩	৩	৩
৩	নির্মাণ	০	৩	১০	৯	০	০	০	৩
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০	৭	৬	৪	০	১	০	৬
৫	ট্যানারী	১	৩	৩	১১	০	০	১	৩
৬	রিকসা/সিএনজি	০	৯	০	১৩	০	৬	০	৩
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	০	৩	০	২০	০	০	০	৩
৮	লোডিং/আনলডিং	১	৩	৯	৯	০	০	১	৩
৯	গৃহস্থালী	০	০	১৭	৬	০	০	০	০
১০	প্লাষ্টিক	১	৮	৫	৮	০	০	১	৮
	মোট	৬	৪৪	৬৯	৯৪	০	২৩	৬	৩৪

সারণী-১০ এ শ্রমিকদের ইউনিয়নের সদস্য হবার প্রস্তাব দিয়েছিল কিনা এবং সদস্য হবার অধিকার সম্পর্কে সচেতন কি না এ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এতে এটা পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রস্তাবের দিক থেকে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি প্রস্তাব পেয়েছিল। যেমন ৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৯ শতাংশ মহিলা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হবার প্রস্তাব পেয়েছিল। এটি খুবই সামান্য মনে হতে পারে, তবে নিবিড় সাক্ষাৎকারের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নিয়মিতভাবে ইউনিয়নগুলো কোনো প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে না বা সদস্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে না। এটি একটি বড় কারণ যে, বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা এত কম কেন বা এত কম সংখ্যক শ্রমিক সদস্য হওয়ার আহ্বান পেয়েছেন কেন। এর একটি বড় কারণ দেখা যায় যে, ইউনিয়নগুলি শুধু বিদ্যমান সদস্যদের মধ্যে নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখে এবং তারা অন্য অসদস্যদের সদস্য করার ব্যাপারে তেমন জোরালো প্রচেষ্টা চালায় না। এর দীর্ঘমেয়াদী তাৎপর্য রয়েছে যেমন একদিকে যারা সদস্য ছিল তাদের অনেকে

অবসরগ্রহণ করে বা বিভিন্ন কারণে চাকুরি থেকে চলে যায়, তেমনি বেসিক ইউনিয়নের অনেক পুরণো নেতাও বিদায় হয়ে যায়। ফলে ইউনিয়নের পরিধি বৃদ্ধি পায় না। তাই পুরাতন ইউনিয়নকে ধরে রাখার জন্যই ইউনিয়ন নেতাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হয় নতুন নতুন শ্রমিককে সদস্য করার জন্য এবং নতুন নেতা সৃষ্টির জন্যও। আর তা হলে ইউনিয়ন অবশিষ্টই থাকতো না। বাংলাদেশের কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের অনেক ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে শ্রমিক নেতারা উল্লেখ করেন।

একইভাবে সারণী-১০ এ প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার সম্পর্কে পুরুষের তুলনায় মহিলারাই বেশী সচেতন। উদাহরণস্বরূপ ১৫ শতাংশ পুরুষের তুলনায় ৫১ শতাংশ মহিলা সচেতন বলে উল্লেখ করেন। এর একটি বড় কারণ হতে পারে এ জন্য যে, যে সব মহিলা শ্রম বাজারে এসেছে তাঁরা তুলনামূলকভাবে অতীব প্রয়োজনের তাগিদে এসেছেন এবং তারা বিভিন্ন কিছু জেনে শুনে এসেছেন। এ ছাড়া তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টাও পুরুষদের তুলনায় বেশি ছিল বা আগে তারা কোনো না কোনো সমিতির সদস্যও ছিলেন। ফলে তাদের সচেতনতার ভাগ পুরুষদের তুলনায় একটু বেশি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সারণী-১০ঃ শ্রমিক ইউনিয়নে সদস্য হবার প্রস্তাব ও সদস্য হবার অধিকার সচেতনতা

ক্র. নং	সেক্টরের নাম	ইউনিয়নে সদস্য হবার প্রস্তাব				ইউনিয়নে সদস্য হবার অধিকার সচেতনতা			
		হ্যাঁ		না		হ্যাঁ		না	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	১	১	১১	৯	২	৪	১০	৬
২	টেক্সটাইল	৩	৩	৭	৯	১	৭	৯	৫
৩	নির্মাণ	০	০	১০	১২	১	৮	৯	৪
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০	১	৬	১০	০	২	৬	৯
৫	ট্যানারী	০	২	৪	১২	২	১২	২	২
৬	রিকসা/সিএনজি	০	৩	০	১৯	০	১৪	০	৮
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	০	০	০	২৩	০	৮	০	১৫
৮	লোডিং/আনলডিং	০	৩	১০	৯	২	৫	৮	৭
৯	গৃহস্থালী	১	০	১৬	৬	১	০	১৬	৬
১০	প্লাষ্টিক	০	০	৬	১৬	২	১০	৪	৬
	মোট	৫	১৩	৭০	১২৫	১১	৭০	৬৪	৬৮

সারণী-১১এ শ্রমিকদের সদস্য হবার কারণে নির্যাতনের শিকার এবং সদস্য হবার আগ্রহের একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক চিত্র পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, ৫ শতাংশ মহিলা এবং ১৪ শতাংশ পুরুষ অবগত আছেন যে, ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার কারণে কেউ নির্যাতিত হয়েছেন। তাদের নির্যাতনের কথা জেনে বা শুনে অনেকে ভীত হয়ে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। একটি নির্যাতনও একটি সেক্টরে আতংক সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যদিকে ১০ শতাংশ পুরুষ এবং ৮ শতাংশ মহিলা ইউনিয়ন কোন দলের সাথে যুক্ত থাকলেও সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। একইভাবে দলীয় ইউনিয়নে সদস্য হবার আগ্রহ পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরই বেশী ছিল।

সারণী-১১ ঃ শ্রমিকদের সদস্য হওয়ার জন্য নির্যাতন ও দলীয় সদস্য হবার আগ্রহ

ক্রঃ নং	সেক্টরের নাম	সদস্য হবার জন্য নির্যাতনের শিকার				দলীয় ইউনিয়নে সদস্য হবার আগ্রহ			
		হ্যাঁ		না		হ্যাঁ		না	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	গার্মেন্টস	২	১	০	১	০	১	১৪	১১
২	টেক্সটাইল	৪	২	১	৪	৩	২	৮	১৩
৩	নির্মাণ	২	০	০	১	০	২	১০	১৪
৪	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০	০	০	১	০	২	৮	১৩
৫	ট্যানারী	৫	১	০	৩	০	০	৫	১৭
৬	রিকসা/সিএনজি	১	০	০	৮	০	৪	০	২৩
৭	মেটাল লেদ ওয়েল্ডিং	০	০	০	৬	০	০	০	২৬
৮	লোডিং/আনলডিং	০	১	২	১	১	১	১০	১৩
৯	গৃহস্থালী	০	০	০	০	৩	০	১৬	৬
১০	প্লাষ্টিক	৪	০	০	৩	১	১	৫	১৭
	মোট	১৯	৪	৩	২৮	৮	১৩	৭৬	১৫৩

শ্রমিকদের মতে ইউনিয়নের ভূমিকা

ইউনিয়ন কি ধরনের কাজ করে সে সম্পর্কে শ্রমিকদের মতামত নেয়া হয়। এতে শ্রমিকরা যেসব মতামত দিয়েছেন তা হল ঃ নেতারা শ্রমিকদের কল্যাণ দেখাশুনা করে; শ্রমিকদের জন্য ছুটির ব্যবস্থা করে; কোনো শ্রমিক আহত হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে; শ্রমিক ইউনিয়নের অধিকারের জন্য/সভা/মিছিল/আন্দোলন ইত্যাদি করে। আর্থিকসহ সকল প্রকারের সহযোগিতা করে; শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন করে; ন্যায্য মজুরি দাবী করে; ওভারটাইমের জন্য মজুরি দাবী করে; মালিকের নির্যাতন প্রতিরোধ করে;

শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আন্দোলন করে; সরকারের সাথে বিভিন্ন দেনদরবার করে; শ্রমিকদের দাবী আদায়ের চেষ্টা করে; ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করে; মালিকদের নির্যাতন থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করে; কোনো শ্রমিকের উপর নির্যাতন হতে গেলে তা প্রতিহত করে; কোনো শ্রমিকের উপর নির্যাতন হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে; কোনো চাহিদা থাকলে শ্রমিক এবং মালিকের কাছ থেকে টাকা তুলে; চিকিৎসা ভাতা নিশ্চিত করে; কোনো রাজনৈতিক সভা/ মিছিলে অংশগ্রহণ করে; শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ যোগায়; যদি কেউ সাময়িক বরখাস্ত হয় তাহলে তার চাকুরি ফেরৎ দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা চালায় এবং সর্বোপরি নিজেদের প্রয়োজনে শ্রমিকদের শোষণ করে।

শ্রমিকদের সমস্যা

শ্রমিকরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে যে তথ্য তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তা হল ঃ কম মজুরি; কোনো ওভার টাইম নাই; মহিলা শ্রমিকদের জন্য কোনো টয়লেট এবং কেন্টিনের ব্যবস্থা নেই; যথাসময়ে ছুটি পাওয়া যায় না; দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ পায় না; কাজের পরিবেশ ভাল নয়; যতটা টয়লেটের দরকার ততটা নেই; ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করতে হয়; কর্মকর্তাদের খারাপ আচরণ; বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির অভাব; চুক্তিভিত্তিক কাজে নিম্ন মজুরি; মহিলা প্রধানের খারাপ ব্যবহার; অনিয়মিত বেতন; অবসর ঘরের অভাব; মালিকের কাছ থেকে কাজের চাপ; অসুস্থতার জন্য একদিন কাজ না করলে দুদিনের মজুরি কেটে নেয়া হয়; টাকা না দিলে অপরাধীরা রাস্তায় মারধর করে; কোনো কোনো যাত্রী রিকসা/ সিএনজিকে ভাড়া দেয় না; পুলিশ/ ট্রাফিক খামাকা হয়রানি করে; অনেক রাস্তা গাড়ী চলাচলের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে; এবং পার্কিং করার সুবিধা নেই।

ইউনিয়নের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা

শ্রমিকেরা ইউনিয়নের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করে তা হচ্ছে ঃ ইউনিয়ন মালিক শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো উচিত; কর্মস্থলের সব সমস্যা তারা দেখাশুনা করা উচিত; শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করা উচিত; শ্রমিকদের অধিকারের জন্য কাজ করা উচিত; যখন সমস্যায় থাকে তখন সহযোগিতা করা দরকার; শ্রমিকদের সমস্যাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া উচিত; শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার; শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার; ইউনিয়ন যেসব চুক্তি করে তার ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা দরকার; কর্মস্থলে সুযোগসুবিধা বাড়ানো দরকার; চাকুরির নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার; দুর্বৃত্তদের কাজ থেকে রক্ষা করা দরকার; পুলিশের হয়রানি থেকে রক্ষা করা দরকার; দুর্ঘটনা হলে তখন সহযোগিতা করা দরকার; মালিক যদি কোনো মামলা করে তখন সহযোগিতা করা দরকার এবং সকল বিষয়ে সহযোগিতা করা দরকার।

ছক ১: ইউনিয়নের গুণ ও দোষ ঃ শ্রমিকদের মতে ইউনিয়নের যেসব গুণ ও দোষ রয়েছে তা হল নিম্নরূপ ঃ

ইউনিয়নের গুণ	ইউনিয়নের দোষ
১. ইউনিয়নের কোনো দোষ নেই	১. ইউনিয়নের কোনো গুণ নেই
২. দাবী আদায়ের জন্য মিছিল/ সভা করে	২. সকলের সমস্যার ব্যাপারে একই রকম মনোযোগ দেয় না
৩. শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার চেষ্ঠা করে	৩. কখনো কখনো তারা নিজেদের ও মালিকের স্বার্থ দেখে, শ্রমিকের স্বার্থ নয়
৪. শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি নজর দেয়	৪. ইউনিয়নের সকল কাজই নেতাদের জন্য
৫. কল্যাণ তহবিল থেকে বিনা সুদে ঋণ দেয়	৫. মালিকের কাছ থেকে ঘুষ নেয়
৬. শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলন করে	৬. নিজেদের মধ্যে নেতা নির্বাচন করে, অন্যকে নেতা হতে দেয় না
৭. নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ দেয়	৭. শ্রমিকদের সমস্যা তেমন একটা দেখে না
৮. শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করে	৮. ইউনিয়নের জন্য যে টাকা দিতে হয় সে তুলনায় সুবিধা কম
৯. শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পোষ্টার ও বুলেটিন প্রকাশ করে	৯. বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময় শ্রমিকদের শোষণ করে।
১০. শ্রমিকদের সমস্যা ও তার সমাধানের প্রতি নজর দেয়	
১১. সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করে	
১২. শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করে	

শ্রমিকেরা ইউনিয়নের সদস্য না হওয়া এবং ছেড়ে দেয়ার কারণ

যে সব শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হয়নি তাদের সদস্য না হওয়ার কারণ হল: চাকুরি হারানোর ভয়, প্রতিষ্ঠানে কোনো ইউনিয়ন না থাকা, ইউনিয়ন সম্পর্কে কখনো শুনে নাই, কেউ তাদেরকে সদস্য হতে বলেনি, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকার কারণে সদস্য হতে পারেনি,

চাকুরি অস্থায়ী, ইউনিয়ন সদস্য হওয়ার কোনো আগ্রহ নেই, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা ইউনিয়ন সদস্যকে কম গুরুত্বের সাথে দেখে, মালিক দ্বারা নির্যাতনের ভয়, যদি চাকুরি হারায় তাহলে পরিবার ভীষণ কষ্টে পড়বে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের ইউনিয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই (লোডিং এবং আনলোডিং কর্মী), নিজ গার্মেন্টস এ অন্য গার্মেন্টস থেকে সুযোগ সুবিধা বেশি, কর্মচারীরা শ্রমিক ইউনিয়নের বিপক্ষে, শ্রমিকদের সংগঠিত করা কঠিন, মালিকরা পাওনা টাকা পরিশোধ করবে না, ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য কোনো কিছু করে না, মহিলারা ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে না, এবং ইউনিয়নের সদস্যদেরকে মাসিক চাঁদা দিতে হয়।

অন্যদিকে তারা ইউনিয়নের সদস্যপদ ছেড়ে দেয়ার কারণ হল ঃ ব্যক্তি মালিকানার মিল হওয়ার কারণে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার সুযোগ নেই, মিল বন্ধ হয়ে গেছে, ইউনিয়নের কোনো কার্যক্রম নেই, ঐ এলাকা ছেড়ে চলে গেছে, কাজ ছেড়ে চলে গেছে এবং ইউনিয়ন বন্ধ হয়ে গেছে।

মালিকদের সম্পর্কে তথ্য

সারণী-১২ এ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মালিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, বেশীরভাগ মালিক ১০ বছরের কম সময় ধরে বর্তমান পেশায় নিয়োজিত আছেন। আবার দেখা যায় যে, ৬৪ শতাংশ মালিক সমিতির সদস্য, কেবল ২২ শতাংশ মালিক বলেন যে, তাদের শ্রমিকরা কোনো শ্রমিক ইউনিয়ন সদস্য এবং ৪৪ শতাংশ মালিক ইউনিয়ন করাকে সমর্থন করেন।

সারণী-১২ ঃ মালিকদের অবস্থান

বৈশিষ্টাবলী	মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
জড়িত থাকার সময়	৫ বছরের কম	১২	২৪
	৫-১০ বছর	১৫	৩০
	১০ বছরের বেশী	২৩	৪৬
মালিক সমিতির সদস্য	হ্যাঁ	৩২	৬৪
	না	১৮	৩৬
কোনো শ্রমিক ইউনিয়ন সদস্য কিনা	হ্যাঁ	১১	২২
	না	৩৯	৭৮
ইউনিয়ন সদস্যপদ সমর্থন করেন কি না	হ্যাঁ	২২	৪৪
	না	২৮	৫৬

সারণী-১৩ এ দেখা যায় যে কেবল ৩৬ শতাংশ মালিক মনে করেন যে, ইউনিয়নের কারণে শ্রমিকদের উন্নতি হবে, আবার ৩০ শতাংশ তার বিপরীত মত

প্রকাশ করেন, অন্যদিকে মাঝে মধ্যে হয় বলে উল্লেখ করেন ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা। তুলনামূলকভাবে কিছুকম সংখ্যক উত্তরদাতা (২৬ শতাংশ) মনে করেন যে, ইউনিয়নের কারণে মালিকদের উন্নতি হয়, আবার ৪৬ শতাংশ মনে করেন যে, তাদের কোনো উন্নতি হয় না। মালিকদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততাকে কেবল ২০ শতাংশ মালিক সমর্থন করেছেন, বাকী ৮০ শতাংশই সমর্থন করেন নি। সারণীতে প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ৮৬ শতাংশ মালিক ট্রেড ইউনিয়নে রাজনৈতিক দলের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন, কেবল ১০ শতাংশ মনে করেন যে, তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না ও ৪ শতাংশ উত্তরদাতা যথাক্রমে মাঝে মধ্যে প্রভাব ফেলে বলে উল্লেখ করেন। বেশির ভাগ মালিকই মনে করেন যে, সরকারী আগ্রহের অভাবে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে ৩২ শতাংশ মালিক মনে করেন যে, মালিকদের আগ্রহের অভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

সারণী-১৩ ঃ ইউনিয়ন সম্পর্কে মালিকদের মতামত

মতামতের বিষয়	মালিকদের মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
ইউনিয়নের কারণে শ্রমিকদের উন্নতি	হ্যাঁ	১৮	৩৬
	না	১৫	৩০
	মাঝে মধ্যে	৯	১৮
	আবশ্যিক নয়	৮	১৬
ইউনিয়নের কারণে চাকুরীদাতাদের উন্নতি	হ্যাঁ	১৩	২৬
	না	২৩	৪৬
	মাঝে মধ্যে	৬	১২
	হতে হবে এমন নয়	৮	১৬
রাজনৈতিক দলের সাথে অন্তর্ভুক্তি	হ্যাঁ	১০	২০
	না	৪০	৮০
রাজনৈতিক দলের প্রভাব	হ্যাঁ	৪৩	৮৬
	না	২	৪
	মাঝে মধ্যে	৫	১০
	নিশ্চিত নয়	০	০
চুক্তির পরও ন্যূনতম বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ	সরকারী আগ্রহের অভাব	১৮	৩৬
	মালিকদের আগ্রহের অভাব	১৬	৩২
	অন্যান্য	১৬	৩২

শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত মতামত

সারণী-১৪ তে প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, কেবল ৩৪ শতাংশ মনে করেন বেকারত্ব থাকলে কল্যাণব্যয় কমে, আর বাকী ১৪ শতাংশ বলেছেন যে, বেকারত্ব থাকলেও কল্যাণ ব্যয় কমে না। অর্ধেকেরও বেশি লোক বিষয়টি লক্ষ্য করেন নি বা তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত নন। অপরদিকে দেখা যায় যে, মূল্যস্ফীতি থাকলে ইউনিয়নের সদস্যপদ বাড়ে এমনটা মনে করেন কেবল ১২ শতাংশ মালিক। অন্যদিকে ৬২ শতাংশ মনে করেন যে, মূল্যস্ফীতি থাকলেও ইউনিয়ন সদস্যপদ বাড়ে না। তাদের এ ধারণা হওয়ার পিছনে একটি বড় কারণ হতে পারে যে, দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ার পরও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বাড়তে তারা তেমন একটা দেখছেন না। এছাড়া ২৬ শতাংশ ঠিক নিশ্চিত নন যে আসলে মূল্যস্ফীতি বাড়লে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বাড়ে কি না।

জরিপের তথ্যে (সারণী ১৪) দেখা যায় যে, ৮২ শতাংশ মালিক মনে করেন যে, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করেও ভাল ব্যবসা করা সম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে যে, শ্রমিকরা যদি ইউনিয়ন গঠন করে তাহলে মালিকদের তেমন আপত্তি থাকবে না যদি তাঁরা তা রাজনৈতিক স্বার্থে বা নেতার স্বার্থে না করে। রাজনৈতিক বা নেতার স্বার্থে কাজ করলে তা দীর্ঘ মেয়াদে শ্রমিকদের কোনো কাজে আসবে না, পক্ষান্তরে মালিকদের ক্ষতি করবে। তবে প্রায় ১৪ শতাংশ বলেছেন যে, মালিক ব্যবসা করবে এবং শ্রমিকরা মজুরি পাবে, যার যার তার তার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করবে।

সারণী-১৪ : শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত মতামত

বৈশিষ্ট্যাবলী	মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বেকারত্ব থাকলে কল্যাণব্যয় কমে	হ্যাঁ	১৭	৩৪
	না	৭	১৪
	জানি না / নিশ্চিত নই	২৬	৫২
মূল্যস্ফীতি থাকলে ইউনিয়নের সদস্যপদ বাড়ে	হ্যাঁ	৬	১২
	না	৩১	৬২
	জানি না / নিশ্চিত নই	১৩	২৬
শ্রমিকদের সব অধিকার নিশ্চিত করে ব্যবসা করা সম্ভব	হ্যাঁ	৪১	৮২
	না	২	৪
	যার যার তার তার	৭	১৪

শ্রমিক নেতাদের মতামত

সারণী-১৫ এ ইউনিয়নের নেতাদের মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, কেবল ১২ শতাংশ শ্রমিক নেতা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশিরভাগই ইউনিয়নের সদস্য নয়, কেবল ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। অন্যদিকে ৯০ শতাংশ শ্রমিক নেতা মনে করেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের উন্নয়ন করে যেখানে ৭৫ শতাংশ নেতা মনে করেন যে, ইউনিয়ন মালিকদেরও উন্নতি করে। কারা বেশি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে চায় এ বিষয়ে নেতাদের মতামত হল যে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বেশি সদস্য হতে চায়।

সারণী-১৫ ঃ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রমিক নেতা

বৈশিষ্ট্যাবলী	মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত	হ্যাঁ	১২	১২
	না	৮৮	৮৮
ইউনিয়নের সদস্য	হ্যাঁ	১৯	৩৬
	না	৩৪	৬৪
ইউনিয়ন শ্রমিকদের উন্নতি করে	হ্যাঁ	৯০	৯০
	না	৩	৩
	মাঝে মধ্যে	৩	৩
	হতে হবে এমন নয়	৪	৪
ইউনিয়ন মালিকদের উন্নতি করে	হ্যাঁ	৭৫	৭৫
	না	৫	৫
	মাঝে মধ্যে	১৪	১৪
	হতে হবে এমন নয়	৬	৬
কারা বেশি সদস্য হতে চায়	স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী	২০	২০
	বেসরকারিখাতের কর্মচারী	৩৬	৩৬
	উভয়ে	২৩	২৩
	অন্যান্য	২১	২১

ইউনিয়ন নেতাদের মতে যে সব সেক্টরে ইউনিয়ন গড়ে উঠার সম্ভাবনা বেশি তা হল ঃ গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, রিকসা/সিএনজি, নির্মাণ, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট,

প্রাইভেট সেক্টর, হকার, ট্যানারী, পরিবহণ, পাট, নৌ শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, কৃষি/মালি, বেকারী, ঘাট শ্রমিক, কার্গো/ট্রলার, ফেরীওয়ালা, চাউলের কল শ্রমিক, সরকারী শিল্প খাত, খামার শ্রমিক, ইটের ভাটা শ্রমিক, কম্পিউটার শ্রমিক, প্লাস্টিক এবং ইপিজেড।

বিগত এক বছরে ইউনিয়ন কি করেছে

বিগত এক বছরে ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য যা করেছে তা হচ্ছেঃ তেমন কিছু করতে পারেনি, যখন আর্থিক সমস্যায় ছিল তখন কিছু সাহায্য দিয়েছে, ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, আইনগত পদক্ষেপের মাধ্যমে চাকুরিচ্যুতি বন্ধ করেছে, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি, বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে পেরেছে, নিজেদের দলের শ্রমিকদের ফোর্টে কাজ করতে দিয়েছে যা আগে ছিল না, ইউনিয়ন থেকে ঋণ দিয়েছে, বেসরকারীকরণের পরও চাকুরির আশ্বাস দিয়েছে, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ছুটি পেয়েছে, কারখানার ৩০ শতাংশ শ্রমিকের চাকুরি স্থায়ী হয়েছে, ইউনিয়ন অফিসে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি হাজিরা খাতা করা হয়েছে, ট্যানারী খাতে প্রতি দুই বছর অন্তর শ্রমিকদের স্বার্থে একটি চুক্তি করা গেছে, চাকুরি ফেরৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা দেয়া হয়েছে, গৃহপরিচারিকার ক্ষেত্রে গৃহবিবাদ নিরসনে সহায়তা দেয়া হয়েছে, যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা দেয়া হয়েছে, পাওনা পেতে আইনগত সহায়তা দেয়া হয়েছে, অধিকার আদায়ে চুক্তি করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি পেতে সহায়তা দিয়েছে, অস্থায়ী শ্রমিককে স্থায়ী করতে সহায়তা করেছে, বোনাস পেতে সাহায্য করেছে, ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করেছে, আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি চালু করেছে, পুলিশের নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছে, মজুরি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমস্যা

শ্রমিক নেতাদের সাথে ফোকাস দল আলোচনায় দেখা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কতগুলি নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেমন, (১) একটি প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন থাকা; (২) মাস্তানের ভয় দেখানো; (৩) হলুদ ইউনিয়ন (মালিক কর্তৃক তৈরী করা ইউনিয়ন) চালু করা; (৪) সরকারের কাছ থেকে সহায়তার অভাব; (৫) সুযোগ সুবিধা এবং অধিকারের মধ্যে তফাৎ করতে না পারা; (৬) আর্থিক অসাচ্ছলতা; (৭) অভিজাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তৈরী করা (বিদেশী সংস্থার টাকা নিয়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো); এবং (৮) শ্রমিক, মালিক, নেতা ও সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা

শ্রমিক নেতারা বলেছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা অনেক রয়েছে, যেমন, অধিকাংশ নেতা মনে করেন যে, ৩০ থেকে ৪০ ভাগ শ্রমিককে ইউনিয়নভুক্ত করা সম্ভব। আবার বামপন্থী কোনো কোনো নেতা মনে করেন যে, শতকরা ১০০ ভাগ শ্রমিককে ইউনিয়নভুক্ত করা সম্ভব যদি অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা যায়। আর যদি অনুকূল পরিবেশ না থাকে তাহলে কেবল ১০ ভাগ শ্রমিককে ইউনিয়নে আনা সম্ভব। তাই ইউনিয়ন গঠনে যা করা দরকার তা হচ্ছে ঃ

ক. স্কপ এর মাধ্যমে সকল ইউনিয়নকে একত্রীত করে আন্দোলন করতে হবে, কারণ এককভাবে কোনো একটি ইউনিয়ন আন্দোলন করলে তেমন সফলতা আসবে না।

খ. শ্রম অফিসে একটি যৌথ মনিটরিং সেল বসাতে হবে যাতে কোনো প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন যেন প্রত্যাখান করতে না পারে। কারণ অনেক সময় ইউনিয়নকে শ্রম অফিস থেকে মালিকদের অনুরোধের কারণে রেজিষ্ট্রেশন দেয়া হয় না।

গ. আইন করে প্রতিটি শ্রমিকের নিয়োগপত্র দেয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

ঘ. মালিকদের যুক্তি খণ্ডন করে শ্রমিকদের যুক্তি দেখিয়ে বুক লেট তৈরী করে তা শ্রমিকদের দেয়া দরকার।

ঙ. যে সব মালিকেরা এখন শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, তাদেরকে উৎসাহপ্রদানকারী হিসাবে যুক্ত করে অন্য মালিকদেরকে শ্রমিকদের ব্যাপারে উৎসাহিত করা দরকার।

চ. মালিকদের জন্য আলাদা ওরিয়েন্টশন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তারা শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তাঁদেরকে যে সব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য উৎসাহিত করা দরকার।

ছ. শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সাফল্য সম্পর্কে অন্য শ্রমিকদেরকে অবহিত করা দরকার, যা স্কপ মালিকদের সহায়তায় চেষ্টা করতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের দিক থেকে বিবেচনা করলে নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করা যায় ঃ

১. তরুণরা বয়স্কদের তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নে বেশি আগ্রহী।

২. নারীরা পুরুষদের তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নে কম আগ্রহী।

৩. কম মজুরিপ্রাপ্তরা বেশি মজুরিপ্রাপ্তদের চেয়ে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে কম আগ্রহী।

৪. অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নে কম আগ্রহী।

৫. অস্থায়ী কর্মচারীরা স্থায়ীদের তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নে কম আগ্রহী।

৬. বেসরকারী কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নে কম আগ্রহী।

৭. ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুকি যার যত বেশি, ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তত কম।

৮. চাকুরির মেয়াদ যত দীর্ঘ হয় ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে আগ্রহ তত কমে।

৯. যে খাতে শ্রমিক যত বেশি থাকে, সে খাতে ট্রেড ইউনিয়নে আগ্রহ তত বেশি থাকে।

১০. মজুরি ছাড়া অন্যান্য সুবিধা যে যত বেশি পায় ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে তার আগ্রহ তত কম থাকে।

১১. কর্মসন্তুষ্টি যার যত কম থাকে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে তার আগ্রহ তত বেশি থাকে।

১২. অধিকার সম্পর্কে যে শ্রমিক যত জানে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে সে তত বেশি আগ্রহী হয়।

১৩. কর্মস্থলে ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে ইউনিয়নের সদস্যপদ বেশি থাকে।

১৪. ইউনিয়নের কার্যক্রম যত বেশি সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত হয়, ইউনিয়নের সদস্যপদ তত বাড়ে।

১৫. সদস্যদের সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন নেতারা যত বেশি সক্ষম হয় ইউনিয়নের সদস্যপদ তত বাড়ে।

১৬. প্রধান রাজনৈতিক স্রোতধারার সাথে থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বাড়ে।

১৭. আইনের শাসন থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বাড়ে।

১৮. ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে দেশের ইমেজ বাড়ে।

১৯. নতুন নতুন সদস্য যোগাড় না করতে পারলে ইউনিয়ন নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।

যদিও উপরের প্রদত্ত সব সামান্যীকরণের পক্ষে যথেষ্ঠ তথ্য এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয় নি, তবুও যে সব তথ্যে উপরিউক্ত বক্তব্য সমর্থন করে তার কিছু অংশ এ প্রবন্ধে দেয়া হয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ এবং সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে, প্রয়োজন তা কাজে লাগানো। এটি কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঠিক পদক্ষেপ নেয়া। এছাড়া আগামীতে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ শ্রমিক হিসাবে জীবিকানির্বাহ করবে। তাই আজকের ট্রেড ইউনিয়নকে আগামী দিনের সে সব মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Bangla Pedia (Encyclopedia published from Bangladesh), Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2003 and APFOL, 2003. Productive Role of Trade Unions and Industrial Relations in Pakistan, Rawalpindi, APFOL.

২. Khaled (2004) articluated that "Country's experience with trade unionism is far from satisfactrory. At times, it was bitter, harmful and counterproductive. Trade unionism was conceived as a measure of protecting the rights of workers. But Bangladesh witnessed how traitorialy others rights were violated by organized hooligans under the garb of trade unions, how productive environment was vitiated by incidents of extortion, abstraning from work and creating parallel management." তিনি ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

৩. দেখুন, Danicle Checcki and Giacomo Cornea. December 1998. Trade Union Membership: Theories and Evidences for Italy, Internet Version.